ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২
এপ্রিল- জুন : ২০১৫

ইসলামের আলোকে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল ও তা থেকে বাঁচার উপায়

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম*

[সারসংক্ষেপ: *বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সাড়াজাগানো আলোচিত বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট। সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, পড়া-লেখায়, গবেষণায়, ছবি, ভিডিও, ফেসবুক, টুইটার, ই-মেইলসহ নানা কাজে এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এটি নিজে কোন মন্দ বস্তু নয়। ব্যবহারকারী একে যেভাবে ব্যবহার করে এটি সেভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, তরবারী, এটি স্বভাবতই একটি মন্দ বস্তু নয়; তবে এটিকে ভাল বা মন্দ দু'কাজে বা উপায়ে ব্যবহার করা যায়। একজন নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনায়াসেই বা অজান্তেই এর এমন সাইটগুলোতে প্রবেশের পথ জানতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় এর অপব্যবহার করতে পারে, যা তার জন্য নৈতিকতা বিরোধী ও ক্ষতিকর। তাই একজন মুসলিম ব্যবহারকারী ইসলামের দিক নির্দেশনা জেনে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে এর ভালো দিকগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বর্তমান সময়ে সুউচ্চ অট্টালিকার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায় ইন্টারনেট হতে পারে দা'ওয়াতী কাজের এক বিশ্বমঞ্চ। যার মাধ্যমে একজন দা'ঈর বক্তব্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে দিতে পারেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইন্টারনেট পরিচিতি, এর ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সদ্ব্যবহারের সুফল, অপব্যবহারের কুফল, তা থেকে বাঁচার উপায় ও কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।]*

ভূমিকা

ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া বা মাধ্যম। মিডিয়াকে বলা হয় সমাজের আয়না। এটি দু'ধরনের, প্রিন্ট মিডিয়া (খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি) ও ইলেক্ট্রনিক বা ওয়েব মিডিয়া (টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, মোবাইল, কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান প্রযুক্তির সর্বাধিক উন্নত সংস্করণ ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, গবেষণা, পত্র-পত্রিকা পাঠ, মুহূর্তেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা কোন স্থানে তথ্য লেন-দেন ও যোগাযোগ করা যায় এবং হিসাব-নিকাশ থেকে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যাতে এর ব্যবহার নেই।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এটি ব্যবহার করছে ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ, অফিসার-কর্মচারী, ছোট-বড় সকলেই। একজন মুসলিমকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে পথ চলার জন্য হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করে চলা আবশ্যক। এটি প্রত্যাশিত যে, প্রতিটি সচেতন মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হারাম পথ পরিহার করে যাবতীয় কাজ পরিচালনার করবেন; পাশাপাশি এর মাধ্যমে নিজেকে একজন দা'ঈ তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হিসেবে মানুষকে আহ্বান করবেন।

ইন্টারনেট পরিচিতি

ইন্টারনেট অর্থ আন্তজাল। এটিকে নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক বলা হয়। ইন্টারনেট সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এমন একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় নানা তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা যায়।[১] ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ Advanced Research Projects Agency (ARPA) নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যাতে যুদ্ধের সময়েও এক সামরিক ঘাঁটি থেকে অপর ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই নেটওয়ার্ককে বলা হয় আরাপানেট (ARPANET)। এখান থেকেই এর যাত্রা শুরু হয়।[২] ইন্টারনেটের মূলে রয়েছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www), আর এর জনক টিম বার্নাস লী।[৩] ভিনসেন্ট জিগনা ও মাইক পেপার ইন্টারনেটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।[৪] মূলত ইন্টারনেটওয়ার্ক (internetwork) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল ইন্টারনেট। বিশেষ গেটওয়ে বা রাউটারের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলো একে অপরের সাথে সংযোগ করার মাধ্যমে এটি গঠিত হয়। ইন্টারনেটকে অনেকসময় সংক্ষেপে নেট বলা হয়।[৫]

১. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *ব্যবহারিক কম্পিউটার শব্দকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ১১০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৩. www.internet wikipedia. Encyclopedia. 23/05/2015.

৪. তাঁর মতে, "The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet protocol suite (TCP/IP) to link several billion devices worldwide. It is an international *network of networks* that consists of millions of private, public, academic, business, and government packet switched networks, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies." [*The Internet Explained*, Vincent Zegna & Mike Pepper, Sonet Digital, November 2005, Pages 1-7.]

৫. www.internet wikipedia. Encyclopedia. 23/05/2015.

ইন্টারনেটের ব্যবহার

ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় কম্পিউটার, মডেম, ইন্টারনেট সংযোগ, সফটওয়্যার ইত্যাদি। এটি অনলাইন ও অফলাইনের মাধ্যমে ব্যবহার হয়ে থাকে।[৬] ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী মানুষকে ফলপ্রসূভাবে এবং সুলভে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করেছে। সনাতনী প্রচার মাধ্যমসমূহ যেমন রেডিও, টেলিভিশনের মতই ইন্টারনেটের কোন কেন্দ্রীভূত সরবরাহ পদ্ধতি নেই। তার পরিবর্তে যে কোন ব্যক্তি যার ইন্টারনেট সংযুক্তি আছে সে সরাসরি অন্য যে কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে, অন্যের জন্য তথ্য সরবরাহ করতে, অন্যের দেয়া তথ্য সংগ্রহ করতে অথবা উৎপাদিত পণ্যসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। তথ্য খোঁজার পাতার মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে হয়। আর এটি হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম যেমন মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স, অপেরা, গুগল যা কম্পিউটারের তথ্যাদির পৃষ্ঠা, চিত্র, রেখাচিত্র, শব্দ, চলমান ছবি ও মডেলসমূহ উপস্থাপন করে। শুরুতে এর ব্যবহার খুব সীমিত থাকলেও বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সার্ভিস, ই-মেইল সার্ভিস, এফটিপি বা ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল, টেলনেট, রিমোট বা ইন্টারনেট প্রিন্টিং, রিমোট স্টোরেজ, নিউজ গ্রুপ, ভিওটি বা ভয়েস ওভার টেলিফোন, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ, ভিডিও কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট চ্যাটিং প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬ জুন ১৯৯৬ সাল থেকে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক (ISN)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট সেবার কাজ শুরু হয়।[৭] যুক্তরাষ্ট্রের পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষার তথ্য মতে, বাংলাদেশের ১১ শতাংশ মানুষ অন্তত একবার হলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন। ভারতে ২০ শতাংশ, পাকিস্তানে ৮ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ২৪ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে সবচাইতে বেশি ৮৭ শতাংশ, এরপরই আছে রাশিয়া ৭৩ শতাংশ। বাংলাদেশী ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৬২% চাকরি খোঁজেন ও আবেদন পাঠান, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যুক্ত থাকেন ৬% এর বেশি। সরকারি তথ্য খোঁজেন ২৬%, স্বাস্থ্যসেবার তথ্য খোঁজেন ২৮%, রাজনৈতিক তথ্যের খোঁজ করেন ৫৬%, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ১৩%, পণ্য কেনা-বেচার হার ২৩%, পাঠ দানের হার মাত্র ৭%।[৮]

৬. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; [দ্রঃ মোস্তাফা জব্বার, *কম্পিউটার অভিধান*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬; *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞানকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।]

৮. জাহিদ আবদুল্লাহ, *দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হালচাল*, http://www.ntvbd.com/bangladesh/4275. ২০ মার্চ ২০১৫

ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আজকের বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র পাঠ, তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান, যোগাযোগ, হিসাব সংরক্ষণ, ফাইল ও ডাটাবেজ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণার কাজ, কেনা-কাটা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক যোগাযোগ, বিনোদন, লাইভ ভিডিও কনফারেন্স, কুরআন-হাদীস চর্চা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দান, ইসলামের শত্রুদের জবাব দান, আল-মাকতাবাতুশ শামিলার ব্যবহার, অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম, নৈতিক চরিত্র গঠন ও উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কাজ শেষ করতে অনেকগুলো মানুষের প্রয়োজন হয়, যে কাজ করতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয় তা স্বল্প সময় ও স্বল্প অর্থ ব্যয়ে অতি দ্রুততার সাথে নিপুণভাবে শেষ করা যায়। তাই দিন দিন ইন্টারনেটের উপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে।

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন,

> আমরা ইন্টারনেটের মোকাবেলা করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে, কম্পিউটারের মোকাবেলায় কম্পিউটার, কলমের মোকাবিলা করতে পারি কলমের সাহায্যে। আমরা উটের পিঠে চড়ে ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না।[৯]

তাই বিশ্বায়নের এ যুগে মুসলিমদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এমনিভাবে মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহর কাছে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য ইন্টারনেট হতে পারে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এমতাবস্থায় ইসলাম নিয়ে যারা ভাবেন, ইসলামের প্রসারই যাদের কাম্য ও কর্ম, তাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইসলাম প্রচারে ইন্টারনেটকে কাজে লাগানো এখন সময়ের দাবি। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্ম সম্পাদনের এক যুগোপযোগী মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ মানুষকে ভালো কাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান পৌঁছাতে পারে। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

> তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানব কল্যাণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজে আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে।[১০]

৯. *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম*, মার্চ ১৫, ২০১৪; *সাপ্তাহিক সোনারবাংলা*, ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০১৫

১০. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

তিনিই উম্মীদের নিকট তাদের একজনকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁরই আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদের পবিত্র করবেন এবং শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত, ইতঃপূর্বে তারা ঘোর গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[১১]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ, لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أوزارهم شَيْئًا

যে হিদায়তের দিকে আহ্বান করে, এই হিদায়তের যত অনুসারী হবে তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে। তবে তাদের (অনুসারীগণের) প্রতিদানে কোন সংকোচন করা হবে না। যে গুমরাহীর কাউকে আহ্বান জানাবে তার উপর এর অনুসারীদের গুনাহও আপতিত হবে। এতে তাদের গুনাহে কোন সংকোচন করা হবে না।[১২]

তিনি আরো বলেন,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان

যে কেউ কোন অসৎ কিছু দেখবে, তা যেন তার হাত (শক্তি প্রয়োগ) দ্বারা প্রতিহত করে, অতঃপর এতে সামর্থ্য না থাকলে মৌখিকভাবে প্রতিহত করবে, এতেও সক্ষম না হলে, অন্তরের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটি দূর্বলতর ঈমানের পর্যায় বটে।[১৩]

এসব আয়াত ও হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত এবং মন্দ কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধমে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপশি এর ভালো দিকগুলো গ্রহণ ও ক্ষতিকর দিকগুলো বর্জন করার আহ্বান পৌঁছে দেয়া যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর অপব্যবহারকারীদেরকে সতর্ক করা যায় এবং এর ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো প্রচার করলে অপব্যবহারকারীগণ আশু ক্ষতির হাত থেকে সহজেই বাঁচতে পারবে।

---

১১. আল-কুরআন, ৬২ : ২

১২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ইলম, পরিচ্ছেদ : মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান, *মুখতাসারু সহীহ মুসলিম*, কুয়েত : ১৯৬৯, খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং- ৬৯৮০

১৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু আন্না আননাহয়ি আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা আয়াযীদু ওয়া ইয়ানকুসু, খ. ১, পৃ. ১৬, হাদীস নং- ৪৯

আগে সমাজ সংস্কারকগণ বাজারে, মসজিদে ও বিভিন্ন লোক সমাগমস্থলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতেন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির এ উৎকর্ষের যুগে একজন দা'ঈ ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন কোটি কোটি লোকের দুয়ারে। ইতোমধ্যে বিশ্বে মুসলমানগণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইট খুলে ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছে এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে। এককথায় বিশ্বকে এক কক্ষে নিয়ে আসার মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে আরো ব্যাপক দা'ওয়াতী কাজের বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরি ও তথ্য অনুসন্ধানসহ মানুষের বিভিন্ন কাজে এর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে দিন দিন এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল

ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক সুফল পাওয়া যায়। এটিকে ব্যবহার করে একদিকে যেমন অতি দ্রুত নানা কাজ করা যায়, তেমনি অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করা যায়। এর ব্যবহারের মাধ্যমে যেভাবে সুফল পাওয়া যায় তার কিছু দৃষ্টান্ত হচ্ছে:

- ফ্রিল্যান্সিং, www.odesk.com, www.freelancer.com সাইটগুলোতে একাউন্ট খুলে।
- ওয়েব ডিজাইন-এর মাধ্যমে।
- গ্রাফিক্স ডিজাইন। যেমন ব্যানার, বুক কভার, ভিজিটিং কার্ড, বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন, পোস্টার ইত্যাদি ডিজাইন তৈরি করে।
- ব্লগিং বা আর্টিকেল তৈরি করে। (অনলাইনে লিখিত আর্টিকেলকে ব্লগ বলা হয়।)[১৪]
- ই-মেইল মার্কেটিং এর মাধ্যমে। (এটি এক ধরনের ই-মেইলের মাধ্যমে এডভার্টাইজিংয়ের কাজ।)
- SEO (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন) এর মাধ্যমে।
- অনলাইনে বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা, অ্যাপস তৈরি, অ্যানড্রোয়েট অ্যাপস, মোবাইল অ্যাপস, সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম তৈরি করার মাধ্যমে।
- পিটিসি সাইটে শুধু মাত্র ক্লিক করে টাকা আয় করা যায়। ইন্টারনেটে অর্থ আয়ের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল পিটিসি (Paid to Click) এর কাজ।
- অনলাইন সার্ভে করে আয় করা যায়।[১৫]

---

১৪. http://www.monthlyattawheed.com/online-identity-and-contact/#sthash.r6HWTfi6.dpuf. ২০ মার্চ, ২০১৫

- মতামত প্রকাশ করে আয় করা। এরকম একটি সাইট হল- সোস্যালস্পার্ক।
- বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আয় করা যায়।
- টুইটারে আয় করা যায়। এর একটি ভালো সাইট হল, মেগ-এ-পাই।[১৬]

এছাড়া যোগাযোগ, হিসাব সংরক্ষণ, গবেষণা, দাওয়াতী কাজ ইত্যাদিতে এর ব্যবহারের দ্বারা অনেক সুফল পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার চমৎকার মাধ্যম এ ইন্টারনেট। আর ইন্টারনেটের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দা'ওয়াতী মাধ্যমে খরচ অনেক কম। এর মাধ্যমে কাজ করা অনেক সহজ। একবার পোস্ট করলে দীর্ঘ মেয়াদী দা'ওয়াতের প্রচার চলতে থাকে। মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় না। ব্যাপক অঙ্গনজুড়ে একে কাজে লাগানো যায়।[১৭]

ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও এর কুফল

প্রযুক্তি মানুষকে জ্ঞানের আলো দেখায়; আবার মানুষের পশুবৃত্তির কারণে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে সমাজ ও রাষ্ট্রের। ইন্টারনেট যেমন কাউকে বিশাল জ্ঞানের রাজ্যের সন্ধান দিতে পারে, তেমনি দিতে পারে বিশাল খারাপ একটি রাজ্যের সন্ধানও। পৃথিবীর সকল আবিষ্কারের লক্ষ্যই মানবকল্যাণ, কিন্তু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে এসব আবিষ্কারকে খারাপ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। জানা যায়, 'নিউক্লিয়ার'[১৮] আবিষ্কৃত হয়েছিল মানবকল্যাণে; ব্যবহৃত হয়েছে মানব ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে। বর্তমান তথ্যের রাজ্যে বাধাহীন, অবাধ বিচরণের প্রধান মাধ্যম ইন্টারনেট হওয়ায় এটি এখন সর্বাধিক আলোচিত ও ব্যাপক সমালোচিত। এর প্রধান কারণ হল ইন্টারনেটের বাধাহীন ও শাসনহীন অবাধ ব্যবহার। ফলে সমাজ জীবনে বয়ে নিয়ে আসছে বিপজ্জনক সব ভাইরাস, বয়ে নিয়ে আসছে অপসংস্কৃতি, অশ্লীল, উলঙ্গ ও বিকৃত ছবি, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কিছু।[১৯]

আদি থেকে আজ পর্যন্ত যৌনতা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে ধারণা করা হয়। ইন্টারনেট এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ২০০৬ সালে সারাবিশ্বে পর্নো ইন্ডাস্ট্রির

১৫. www.surveybouty.com www.paidsurveysonline.com, ২০ মার্চ, ২০১৫
১৬. www.surveybouty.com www.paidsurveysonline.com, ২০ মার্চ, ২০১৫
১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০৩, পৃ. ৩০১
১৮. নিউক্লিয়ার হচ্ছে, পারমানবিক বিভাজনের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি। [দ্রঃ *বাংলা একাডেমী ইংলিশ-বাংলা অভিধান*, ২৫তম সংস্করণ, মে ২০০৪, পৃ. ৫১৬।]
১৯. মোঃ বেলায়েত হোসেন, *সেলফোন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার রুখতে হবে*, ২৪ জুন ২০১২ http://black-iz.com/wp/2012/06/24/A8#sthash.IWLdsb4e.dpuf, ২০ মার্চ, ২০১৫

সম্মিলিত আয় ছিল ৯৭.০৬ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলার। এই আয় গুগল, অ্যামাজান, ইবে, ইয়াহু, অ্যাপল ও নেটফ্লিক্সের সম্মিলিত আয়ের চেয়ে বেশি। N2H2 দ্বারা ২০১৩ সালে পরিচালিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইটগুলোর সংখ্যা সারাবিশ্বে সর্বমোট ছিল ১.৩ মিলিয়ন, পেজের সংখ্যা ছিল ২৬০ মিলিয়ন। প্রতি সেকেন্ডে ৩,০৭৫.৬৪ ইউএস ডলার পর্নোগ্রাফিতে খরচ করা হয়। প্রতি সেকেন্ডে ২৮,২৫৮ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পর্নোগ্রাফি দেখেন। প্রতি সপ্তাহে ২০,০০০-এর বেশি অপ্রাপ্তবয়স্কদের পর্নোগ্রাফিক ছবি ইন্টারনেটে পোস্ট করা হয়।[২০]

প্রবাদে আছে, حُبُّكَ الشيءَ يُعْمِي ويُصِمُّ-'কোন বস্তুর ভালবাসা তাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।'[২১] মানুষ যখন কোন বস্তুকে ভালবাসে এবং তার ভালবাসা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার দোষ-ত্রুটি ও ক্ষতির দিক ভুলে যায়, তাতে কোন বিপদ বা অকল্যাণ খুঁজে পায় না, যদিও সেখানে অনেক দোষ-ত্রুটি, বিপদ ও অকল্যাণ থাকে। অনেকেই আছেন যারা ইন্টারনেটকে বৈধ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কিন্তু আধুনিক যুগে যুবক ও যুবতীদের মাঝে ইন্টারনেট প্রীতি, গভীর মনোনিবেশ সহকারে এর যথেচ্ছ ব্যবহার, কোন প্রকার ক্লান্তি অথবা বিরক্তবোধ ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে ইন্টারনেটের সামনে বসে থাকা এমনি একটি বিষয় যা সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসংখ্য যুবক-যুবতী রয়েছে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে উলঙ্গ ছবি দেখার জন্য, অশ্লীল দৃশ্যসমূহ উপভোগ করার জন্য এবং অবৈধ ওয়েবসাইটসমূহ খোঁজার জন্য, যা একজন যুবককে পাশবিক শক্তিতে বন্দি করে ও দুর্বল করে ফেলে। ফলে তাকে ফলদায়ক উপকারী যে কোন কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তাকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আটকে রেখে তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলে।

ড. সুলাইমান আল-কুদরী বলেন, 'এ অশ্লীল ছবিসমূহ যুবক-যুবতীদের মানসিক ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা এ ছবিসমূহ তার মনে ও ব্রেইনে সারাক্ষণ ঘুরপাক খেতে থাকে, ফলে তা দেখা তার বদ অভ্যাসে পরিণত হয়।'[২২] নিম্নে দু'টি কেসস্টাডি তুলে ধরা হলো।

২০. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 10/8/2003 [http://tech.priyo.com/blog/2011/10/18/364.html, Tuesday, October 18, 2011 - 7:05am], ২০ মার্চ, ২০১৫
২১. আলী হাসান তৈয়ব, ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ : রিয়াদ, সৌদিআরব, জুন ১৮, ২০১১, পৃ. ৩। শর্ট লিংক: http://IslamHouse.com/353683, ২০ মার্চ, ২০১৫
২২. ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *আমাদের যুবসমাজ ও ইন্টারনেট*, www.islamhouse.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

কেস স্টাডি-১: নিলয় (ছদ্ম নাম), রাজধানীর নামি-দামী স্কুলের ৮ম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্র। একদিন প্রবাসী বড় ভাইয়ের নিকট ল্যাপটপের জন্য বায়না ধরে। শুরুতে রাজি না হলেও পরবর্তীতে মা-বাবার কথামতো বড় ভাই একটি ল্যাপটপ পাঠায়। এতেই পাল্টে যায় তার জীবন। একাকী থাকা তার খুব পছন্দ। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরেও দমফাটা গরমে দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। সারাক্ষণ কেমন যেন অস্থির, চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। শিক্ষক জানায়, নিলয়ের পড়ালেখায় অমনযোগিতার সাথে যুক্ত হয়েছে ক্লাস ফাঁকি দেয়া। মা-বাবা খোঁজ নিয়ে ভয়ংকর তথ্য জানতে পারে, নিলয় আগের মত নেই, তার রুম বন্ধ করে সারাক্ষণ বাজে ছবি দেখে, ফেসবুকে চ্যাট করে সময় নষ্ট করে। এতেই তার রেজাল্ট খারাপ হয়। মা-বাবা তার কাছ থেকে ল্যাপটপটি সরিয়ে রাখে। এতেও সে থামেনি, এখন সে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সাথে যুক্ত হয়েছে মাদকাসক্তি।[২৩]

কেস স্টাডি-২: রনি (ছদ্ম নাম), একজন স্বনামধন্য ব্যাংক অফিসারের ছেলে। এস এস সি-তে এ প্লাস পেয়ে পাশ করে। এরপর রাজধানীর একটি নামকরা কলেজে ভর্তি হয়। ইতঃপূর্বে ভালো রেজাল্টের জন্য বাবার কাছ থেকে জেদ ধরে একটি মাল্টিমিডিয়া ট্যাবলয়েড ফোনসেট কিনে নেয়। এতেই তার জীবনে নেমে আসে চরম অবনতি। সারাক্ষণ ইন্টারনেটে ডুবে থাকে। তার এইচ এস সি আর পাশ করা হলো না।

৩১ জুলাই ২০১২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার পাতায় 'শাস্তি না হওয়ায় বাড়ছে যৌন অপরাধ' শিরোনামে লেখা হয় '... কিছু ছাত্র-ছাত্রী বলছে, তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্নো ছবি সন্ধান করে এং পর্নো ওয়েবসাইটগুলোতে যায়। এদের অনেকে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে পেনড্রাইভে ছবি নিয়ে এসে বাসায় লুকিয়ে কম্পিউটারে দেখে।'[২৪]

এক পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণে দেখা যায়:

- ইন্টারনেটে আড্ডায় নিমজ্জিত ৮০% যুবক পরবর্তীতে বিয়ে করে না।
- এদের ৭০% নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত করে এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
- এদের ৫৫% তাদের পরিবারের কোন খোঁজখবর নেয় না।
- এরা সারাদিন ফেসবুক, টুইটারে রুচিহীন মন্তব্য আদান-প্রদান করে, এদের অধিকাংশই খারাপ ওয়েবসাইটসমূহের ঠিকানা বিনিময় করে, এমনকি তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেও। ফলে এটি শিক্ষা কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত

[২৩] আমাদের ইন্টারনেটের ভালো মন্দ, *দৈনিক সংগ্রাম*, সম্পাদকীয় পাতা, ২১ এপ্রিল, ২০১৫

[২৪] *মাসিক আল কাউছার*, সেপ্টেম্বর, ২০১২; *দৈনিক মানবকণ্ঠ*, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

করে। তাদের কেউ কেউ লেখা-পড়ায় অগ্রগামী থেকেও আস্তে আস্তে পশ্চাদগামী হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইভটিজিং, ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, গুম, হত্যাসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।[২৫]

- অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে দেখাশুনা না করার ফলে সন্তানরা মা-বাবার সাথে মিশতে ভয় পায়।[২৬] এর ফলে পারিবারিক বন্ধন থেকে তারা শিথিল হয়ে পড়ে।[২৭]
- অবৈধ পন্থায় অবাধ জীবন যাপনে এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এরা মনে করে যৌনতাই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য যদি বিবাহ ছাড়াই পূরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে বিবাহের আর প্রয়োজন কি! এভাবে অল্প বয়সেই তাদের নৈতিক স্খলন ঘটছে। বেছে নেয় তারা মাদক ও অপরাধের পথ।[২৮]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক, স্নায়ুবিজ্ঞানী ও রয়াল ইনস্টিটিউশন অব গ্রেট ব্রিটেন-এর পরিচালক সুসান গ্রিনফিল্ড বলেন,

> আমার ভয় হচ্ছে, এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইটগুলো আমাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় ছোট শিশুদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট শিশুরা যেমন কোন শব্দ বা উজ্জ্বল বাতি দেখে আকৃষ্ট হয়, এখানকার মানুষজনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নোটিফিকেশন দেখে আকৃষ্ট হয়, তাদের দিনের একটা বড় অংশ এই সাইটগুলোতে ব্যয় করে।[২৯]

বিশেষজ্ঞদের মতে, অনলাইন নেটওয়ার্কিং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে আর অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়িয়ে দেয় ক্যান্সারের ঝুঁকি। মানুষ যতই ইন্টারনেট আসক্ত হয়ে পড়ছে ততই তারা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষের মাঝে বিষণ্নতা ও একাকিত্ব বাড়ছে। তাই বলা যায় বর্তমান প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল থেকে বাঁচার উপায়

প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া যারা অহেতুক ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি নিয়ে সময় ব্যয় করে, ফলহীন কোন কথা বা কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের স্মরণ করতে হবে শুধু এ উদ্দ্যেশ্যেই

[২৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৮

[২৬] *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

[২৭] http://womenexpress.net/shopnokotha/information-and--technology, ৪ জানুয়ারী, ২০১৫

[২৮] ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *আমাদের যুবসমাজ ও ইন্টারনেট*, www.islamhouse.com, ২০ মার্চ, ২০১৫

[২৯] http://www.priyo.com/2013/10/23/37063.html, ৩ মে, ২০১৫

আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন নি। একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা সর্বদায় তাকে স্মরণ রাখতে হবে। এমন বিনোদনে মেতে থাকা যাবে না যার কোন বাস্তবতা নেই, কোন উপকারিতা নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

আর এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে (তাদের নিতান্ত) অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং তারা একে ঠাট্টা-বিদ্রূপ হিসেবেই গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[৩০]

তাকে জানতে হবে যে বিষয়ে সে সময় ব্যয় করছে তার কি লাভ বা ক্ষতি। যে বিষয়ে জানা নেই এমন আল্লাহর অবাধ্য কোন কাজে সে নিজেকে ঠেলে দিতে পারে না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা, তথ্য অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা প্রভৃতিতে ক্ষতি বা দোষের কিছু নেই; কিন্তু এটিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে নৈতিক ও মানসিক কোন ক্ষতির স্বীকার না হয়, সে জন্য একজন সচেতন মুসলিম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেভাবে এর ক্ষতিকর দিকথেকে বেঁচে থাকতে পারে তার কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১. **তাকওয়ার অনুশীলন ও পারস্পরিক সহযোগিতা :** এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমার সকল কর্মকাণ্ড দেখছেন। কিয়ামতের দিন নিজের লজ্জাজনক ও অশ্লীল কাজসমূহের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

সে দিন তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সে বিষয়টিই তাদের পরিবেষ্টন করে নিবে যে ব্যাপারে তারা হাসি ঠাট্টা করে বেড়াত।[৩১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে আসমান ও যমীনে কোন কিছুই গোপন নেই।[৩২]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

৩০. আল-কুরআন, ৩১ : ৬
৩১. আল-কুরআন, ৪৫ : ৩৩
৩২. আল-কুরআন, ৩ : ৫

আর তোমরা তাকওয়া ও ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো; আর তোমরা সীমালংঘন ও গুনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।[৩৩]

সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছাওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত।[৩৪]

২. **দৃষ্টির হিফাজত :** দৃষ্টির হিফাজত বলতে দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর অন্তর্ভুক্ত।[৩৫] ইরশাদ হচ্ছে.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

হে নবী, তুমি মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হিফাযত করে; এটিই হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম পন্থা; তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হিফাযত করে; আর যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।[৩৬]

৩. **শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে সাবধান :** শয়তান সবসময় চায় মানুষকে ক্ষতি করতে। তাই সে অশ্লীল ও মন্দ কাজে মানুষকে আহ্বান করে। এক্ষেত্রে ইউসূফ আ.-এর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যুলায়খার কুপ্ররোচণা এবং শয়তানের পথ থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, (সে যেন জেনে রাখে), সে (অভিশপ্ত শয়তান) তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ দেবে।[৩৭]

৩৩. আল-কুরআন, ৫ : ২
৩৪. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-'ইলম, পরিচ্ছেদ : আদ-দালূলু 'আলাল খাইর .., হাদীস নং- ২৬৭০। শায়খ আলবানী রাহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সাহীহ।
৩৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন*, পৃ. ৯৩৮
৩৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১
৩৭. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

প্রবৃত্তির তাড়নায় সাময়িক পদস্খলন ঘটার উপক্রম হওয়ার সাথে সাথে একজন মুসলিমের অন্তঃকরণ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে তার অসর্তকতার ঘোর ভেঙ্গে দিবে। সে অনুতপ্ত হবে। ক্ষণিকের ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কান্নাকাটি করবে।[৩৮] এরপর সে সতর্ক হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।[৩৯]

৪. পরিণতির কথা ভাবা : পাপ কাজ করার পূর্বে এ কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার যাবতীয় কাজ দেখছেন এবং পরকালে এর জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব আর তাদের হাতসমূহ আমার সাথে কথা বলবে এবং তা যা করেছে সে ব্যাপারে তাদের পাসমূহ সাক্ষ্য দিবে।[৪০]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

পড় তোমার কিতাব। আজকের দিনে হিসাব গ্রহণে তুমি নিজেই যথেষ্ট।[৪১]

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এক পা অতিক্রম করতে পারবে না। তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কোন পথে তা কাটিয়েছে? কোন পথে যৌবন অতিবাহিত করেছে? তার সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে? কোন পথে সে সম্পদ ব্যয় করেছে? যা জেনেছে তা কতটুকু আমল করেছে?[৪২]

---

৩৮. ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, অনুবাদ : মাসউদুর রহমান নূর, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৫

৩৯. আল-কুরআন, ৭ : ২০১

৪০. আল-কুরআন, ৩৬ : ৬৫

৪১. আল-কুরআন, ১৭ : ১৪

৪২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, পরিচ্ছেদ : কিয়ামাহ, হাদীস নং-২৪১৬

৫. প্রবৃত্তির উদ্দীপক বিষয় থেকে দূরে থাকা: যে সমস্ত কাজ, কথা, ও আচরণ প্রবৃত্তিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তা থেকে দূরে থাকতে হবে। বিষয়টি এমন যে, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া তো দূরে থাক, তার কাছেও যাওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অশ্লীলতার নিকটবর্তীও হয়ো না।[৪৩]

৬. প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা : আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে তার জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত।[৪৪]

৭. যৌন আবেদনময় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾

আর যারা যখন খারাপ কাজ করে অথবা নিজেদের উপর যুলম করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের কৃত পাপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৪৫]

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾

আর ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হবে না, নিশ্চয় এটি পাপাচার এবং নিকৃষ্ট পথ।[৪৬]

৮. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া : রাসূলুল্লাহ স. মানুষের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

নিশ্চয় আমি মহান চরিত্রসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[৪৭]

৯. গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দেয়া : আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا﴾

আর তোমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে নিয়োজিত হয়ো না; নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর এ সবকিছুকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৪৮]

---

৪৩. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

৪৪. আল-কুরআন, ৭৯ : ৪০ - ৪১

৪৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৫

৪৬. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৪৭. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, পরিচ্ছেদ : মাকারিমুল আখলাক, ১০/৩২৩; হাদীস নং- ২০৭৮২

৪৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

১০. ইসলামী মিডিয়ার ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করা: এ ভিত্তিগুলো হচ্ছে- ঈমান, ইসলামী জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিকতা[৪৯], সত্যবাদিতা, সংবাদ সংগ্রহে সত্যের উপর অবিচল থাকা[৫০], সময় ও পরিবেশ বিবেচনায় আনা, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিকে মূল্যায়ন করা প্রভৃতি।[৫১]

ইন্টারনেটের অপব্যবহারের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য উল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও বিষয়াবলির প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পাশপাশি সরকার, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহ, অভিভাবক, শিক্ষক, আলিম সমাজ, লেখক, প্রকাশক, খতীব, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যাক্তিত্বদের ভূমিকা রাখতে হবে। ইন্টারনেটের অপব্যবহারের হাত থেকে এ সমস্ত ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ যেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তা হচ্ছে:

সরকারের দায়িত্ব

- ইন্টারনেটে যে সমস্ত ক্ষতিকর ও নৈতিকতা বিরোধী ওয়েবসাইট, ওয়েব লিংক ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করে বা সেন্সরশিপের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা।
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার যাতে সহজলভ্য না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং নৈতিকতাহীন ও অশ্লীল ওয়েবসাইটসমূহ বন্ধ করা।
- বিশেষ এলাকা বা অঞ্চল ভাগ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করে অপব্যবহারকারীদের সনাক্ত করা, নজরদারী বাড়ানো ও তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি আইনকে আরো শক্তিশালী করা।
- বেকারত্ব দূর করা।

আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহের দায়িত্ব

- আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থা[৫২] অশ্লীল ওয়েবসাইট ও ওয়েব লিংকসমূহ বন্ধ করতে পারে।
- মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে মুসলিম আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ওআইসি, আরবলীগ প্রভৃতি সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪৯. মুহাম্মদ করম সুলায়মান, *আত-তারীখুল ই'লামী ফী দুয়িল ইসলাম*, মানসূরাহ : দারুল ওয়াফা, ১৪০৯ হি., পৃ. ৩২

৫০. ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, দামেশক : মাকতাবাতুল গাযালী, তা.বি., পৃ. ৪৪

৫১. ড. সাঈদ ইবন আলী ইবন সাবিত, *আল উসূলুল ফিকরিয়্যা লিল ই'লাম*, রিয়াদ : দারুল ফজিলাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮হি., পৃ. ১৬৭

৫২. যেমন: গুগল, ইয়াহো, অপেরামিনি ইত্যাদি

- এ জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করে তা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অভিভাবকের দায়িত্ব

- সন্তানের প্রথম শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে তার অভিভাবকের গৃহ। তার মা-বাবাই হচ্ছে প্রথম শিক্ষক ও অভিভাবক। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানকে যেভাবে শিক্ষা দিবে তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। সন্তান বড় হওয়ার সময় মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট যাতে তাদের হাতের নাগালে না থাকে সে ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা হাতে না দেয়া।
- যৌবনে পদার্পণের সময় তারা কোথায় যায়, কেমন বন্ধুরসাথে চলাফেরা করে তা লক্ষ্য রাখা।
- পরিণত বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেয়া ইত্যাদি।

আলিম সমাজের দায়িত্ব

- বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে আলিম সমাজ ইসলামের ব্যাপক অবদান রাখতে পারেন। বিশেষকরে মাদ্রাসার প্রধান কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ মাদ্রাসার স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট করে সেখানে সব তথ্য রাখতে পারেন। মাদ্রাসায় পড়া কেন প্রয়োজন, এতে দেশ ও মানবতার কীরূপ সেবা হয়, এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাতে থাকতে পারে।
- মাদ্রাসার সকল শিক্ষককে প্রতি মাসে অথবা দুই মাসে ন্যূনতম একটি করে ছোট গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে বলা হবে। সেগুলো দায়িত্বশীল কারো সম্পাদনার পর ইন্টারনেটে মাদ্রাসার ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়া।
- ছাত্ররা যে দেয়ালিকা প্রকাশ করে তা ওয়েবসাইটে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম, সিলেবাস, বার্ষিক মাহফিল ইত্যাদি সবকিছু ওয়েবসাইটে দেয়া ও তা নিয়মিত আপডেট দিতে হবে।
- আলেমদের নিয়মিত বক্তব্য-আলোচনাগুলো ওয়েবসাইটে দেয়া। ওয়েবসাইটে প্রশ্ন করার অপশন থাকবে যেন পাঠক বা ভিজিটর সহজেই প্রশ্ন করতে পারেন এবং যে কোন বিষয়ে ইসলামী সঠিক সমাধান পেতে পারেন।

লেখকদের দায়িত্ব

- নিজের লিখিত প্রবন্ধ, যেগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো ব্যক্তিগত সাইটে প্রকাশ করা।

- ছোট স্মৃতি, অনুভূতি, দৈনন্দিন ডায়েরী বা অপ্রকাশিত ইসলামী লেখাগুলো সাইটে দেয়া।
- প্রকাশিত বইগুলোর ভূমিকা, সূচি, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সাইটে দেয়া।
- মন্তব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাঠক-ভিজিটরদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে।

ইসলামী বই প্রকাশকদের দায়িত্ব

- প্রকাশনার একটি নিজস্ব সাইট থাকতে পারে। সেখানে প্রকাশিত সব বই এর প্রচ্ছদ, ভূমিকা, সূচি, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করা।
- নতুন নতুন বইয়ের সংবাদ ও রিভিউ প্রকাশ করা যেতে পারে। ই-কমার্সের মাধ্যমে সহজেই বই বিক্রয় করা যেতে পারে।

মসজিদের খতীবদের দায়িত্ব

- নিজের নামে ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট খুলতে পারেন। সেখানে নিজের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ওয়াজ-নসিহত, জুমু'আর বয়ান ইত্যাদির অডিও-ভিডিও রাখা যেতে পারে।
- দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর নানা ইসলামী দিক তুলে ধলে ব্লগ লিখতে পারেন। পাঠক যেন প্রশ্ন করতে পারেন, সে অপশনও রাখতে পারেন।

সমাজের দায়িত্বশীল ব্যাক্তিদের দায়িত্ব

- সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমাজকে সুস্থধারায় পরিচালনার জন্য তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে।
- নিজ নিজ এলাকাভিত্তিক খেলা-ধূলাসহ সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারে।

এছড়া আরো যেভাবে দায়িত্ব পালন করা যায়

- ইসলামী পত্রিকা চালু করা। সেটি দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক হতে পারে।
- সোশ্যাল কমিউনিটি সাইট, ব্লগ ও ফোরামের মাধ্যমে: যেমন- ফেসবুকে বেশি বেশি ইসলামী গ্রুপ খুলে বন্ধু-বান্ধবকে আহ্বান করা ও ইসলামী স্ট্যাটাস দেয়া।
- কুরআনের আয়াত, হাদীস বা স্কলারদের উক্তি স্ট্যাটাসে দেয়া এবং ইসলামী সাইট, আর্টিকেল, অডিও ও ভিডিও লিংক বেশি করে শেয়ার করা।
- ইসলামী সাইটের ফ্যান পেজ খুলে বন্ধু-বান্ধবসহ অন্যদেরক আহ্বান করা এবং ইসলামী নোট লিখে ট্যাগ করা।
- ই-মেইল গ্রুপ, গুগল গ্রুপস, ইয়াহু গ্রুপস-এ ইসলামী গ্রুপ খুলে ইসলামী আর্টিকেল পাঠানো।

- র‍্যাংকিং ভালো এমন সাইটে ইসলামী সাইটের প্রচার করা। ব্লগার ডট কম, ইউটিউব, ফেসবুক, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদি সাইটে যতবেশি সম্ভব ব্লগ লিখে বা লিংক শেয়ার করে ইসলামী সাইটের প্রচার করা।
- বেশি ব্যবহৃত হয় এমন বুকমার্ক টুলে ইসলামী সাইট বুকমার্ক করা।
- রিডার/ফীড ইত্যাদিতে সাবস্ক্রাইব করা। গুগল রিডার, ফীডবার্ণার ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী সাইটের আর.এস.এস ফীডে সাবস্ক্রাইব করা। এসব টুল দিয়ে সাবস্ক্রাইব করা হলে অন্য ভিজিটরের কাছেও তা উপস্থাপিত হয়।
- ইসলামী মাহফিল, সেমিনার বা আলোচনা সভার সরাসরি সম্প্রচার ও অডিও আপেলোড করা। এক্ষেত্রে 'পলটক' বা 'ইউস্ট্রীম' ভালো সহযোগিতা করতে পারে।
- সফটওয়্যার অথবা ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন নির্মাণের মাধ্যমে।
- প্রচলিত পন্থায় ই-মেইলের মাধ্যমে।
- ব্যক্তিগত সাইটের লোকদের ভুল শুধরে দেয়ার মাধ্যমে।
- শক্তিশালী ওয়েবসাইট নির্মাণ করা। ইসলামী সাইটের স্বত্বাধিকারীদের সাথে ইসলামের দাওয়াতে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে নিজস্ব কিছু ওয়েবসাইট বানানো। যেমন: সৌদি আরবভিত্তিক ওয়েবসাইট- www.islamhouse.com, www.assunnah.com. এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় অমুসলিম, নও মুসলিম ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য প্রচুর পরিমাণ আর্টিকেল সমৃদ্ধ সাইট রয়েছে। বাংলায় এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই এমন একটি শক্তিশালী সাইটের খুব প্রয়োজন, যাতে মানুষ মুসলমান হওয়ার পূর্বে ও পরে প্রাথমিক স্টেজে ও সাধারণ মুসলিম হিসেবে যে সকল সন্দেহ ও সমস্যায় পতিত হয়, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

সুপারিশমালা

প্রত্যেক মুসলিমকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনে যত সময় ব্যয় হয় কিয়ামতের দিন এ সময়গুলোর হিসাব দিতে হবে। তাই ইন্টারনেটের অপব্যবহার নয়; বরং এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ সকলেই কিভাবে এর দ্বারা সুফল পেতে পারে তার কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

- বৈধ চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- পরিবারের সাথে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আরো বেশী সময় দেয়া।[৫৩]

---

[৫৩] ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

- নিজের প্রকৃত দুঃখ-কষ্ট সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। বিশেষকরে নিজের সমস্যাগুলো নিজের মাঝে গুটিয়ে না রেখে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে আলোচনা করা।
- ড্রাগ, এলকোহলের প্রতি আসক্তি বা অন্য কোন মানসিক সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা।
- ভালো মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
- অসামাজিক, আত্মকেন্দ্রিক ও ঘরকুনো স্বভাব থাকলে তা পরিবর্তন করা। প্রয়োজনে মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া এবং চিকিৎসা নেয়া।
- ধীরে ধীরে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় ও গুরুত্ব কমিয়ে আনা।
- নতুন ইসলামী সাইটের ঠিকানা এবং এর শরয়ী বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রচার করা। এক্ষেত্রে নতুন সাইটের নতুন নতুন বিষয়গুলো পুরো লিংকসহ প্রচার করা।
- নবাগত ভালো লেখকদের মন্তব্য জানিয়ে উৎসাহ প্রদান করা।
- চলমান ইস্যুগুলো সংশ্লিষ্ট ফিকহী দিকগুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।
- মানুষকে বিদ'আত, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ থেকে সতর্ক করা।
- নির্দিষ্ট কোন হারাম কাজ নির্মূলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তা নির্মূলের চেষ্টা করা।
- জনকল্যাণমূলক কাজে মানুষকে পথ দেখানো।
- বিপদগ্রস্ত মানুষের আশু সাহায্যের আবেদন প্রচার করা।
- মানুষকে সুসংবাদ পৌঁছে দেয়া।
- মিথ্যা খণ্ডন করা এবং ইসলামের অপপ্রচারের জবাব দেয়া।
- দাওয়াতী কাজে সহযোগিতার আবেদন প্রচার করা।
- বিভিন্ন উপলক্ষে সমৃদ্ধ কোন ইসলামী সাইটের বিভিন্ন কনটেন্ট (বিষয়সূচি) প্রচার করা। যেমন হজ্জের ও রমজান মাসে সংশ্লিষ্ট বিষয় সাইটে তুলে ধরা। বিশেষ করে যে ইবাদত সামনে আসছে মানুষকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন লায়লাতুল কদরের গুরুত্ব, আশুরার সাওম ইত্যাদি।
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে আইসিটি ও তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার

ইন্টারনেট নামক মিডিয়া যদি শুধু ন্যায় ও সুন্দরের পথ দেখাতো, অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিহার করতো, তাহলে এখান থেকে মানবজাতি আরো বেশি উপকৃত হতো। আসলে এটিই কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীরা অনেক সময় অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকে। প্রতিটি মিডিয়া ফুলের মত, যার মধ্যে মধু ও বিষ উভয়টিই রয়েছে। মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে; মাকড়সা বা এ জাতীয় কীটপতঙ্গ এখান থেকে বিষ সংগ্রহ করে। এটি আবার ধারালো ছুরির ন্যায়। এটিকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় সেভাবেই কাজ করে। এ জন্য বলা যায়, মিডিয়া একটি নিরপেক্ষ ও নিরীহ বস্তু। এমতাবস্থায় শুধু ইন্টারনেট নামক মিডিয়াকে গালাগালি, দোষারোপ করা ঠিক হবে না। এ জন্য সুস্থ ধারার ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর ব্যবহারকারীকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সরকারকে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে অন্যায় ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, ইন্টারনেট অনলাইনের যেমন দশটি ভালো দিক রয়েছে, ঠিক তেমনি খারাপ দিকও রয়েছে যা একটি দশটির সমতুল্য। তবে কেবল বিনোদন হিসেবে না নিয়ে এবং অপব্যবহার করে অহেতুক সময় নষ্ট না করে বরং ক্যারিয়ার গঠন, তথ্য সংগ্রহ কিংবা অধিক জানার আগ্রহ নিয়ে এটিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে এর দ্বারা মুসলমানরা অনেক সুফল পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।